বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচকরা নারীবাদের এই ধারার বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। এই সমস্ত যুক্তির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক : র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা দিক বর্তমান। কিন্তু এই শ্রেণীর নারীবাদীদের কোন ধারাই নারীজাতির সামগ্রিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেনি বা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে পারেনি।

দুই : র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ কোন সুসংহত মতাদর্শগত অবস্থান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। এই মতবাদকে পুরুষ-বিদ্বেষ বা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায় না। ভ্যালেরী ব্রাইসন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— "...this must be combined with the understanding that complex issues cannot be reduced to simple cause, and that patriarchy cannot be isolated from other forms of inequality and oppression."

তিন: অনেকের অভিযোগ অনুযায়ী র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ অনৈতিহাসিক। এই মতবাদের বিশ্ব-জনীনতার দাবি ভ্রান্ত। কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মহিলাদের অভিজ্ঞতাসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে এই মতবাদ।

চার : অন্যান্য নারীবাদী চিন্তাবিদ্‌রা র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের তীব্র বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁদের অভিযোগ অনুসারে 'পুরুষরা মহিলাদের শত্রু' — এরকম এক ভ্রান্ত ধারণার উপর এই নারীবাদ প্রতিষ্ঠিত। 'পুরুষ নারীর শত্রু'— এ ধরনের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে নারী সমাজের মধ্যে 'সমকামী বিচ্ছিন্নতাবাদ' (lesbian separatism) দেখা দিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মহিলার কাছে সমকামী বিচ্ছিন্নতাবাদ আবেদনহীন ও অপ্রাসঙ্গিক।

পাঁচ : র‍্যাডিক্যাল নারীবাদে দেখান হয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে পুরুষজাতি নারীজাতির উপর অন্যায়-অত্যাচার করে আসছে এবং নারীসমাজ হয়েছে এই অন্যায়-অত্যাচারের নিষ্ক্রিয় শিকার। এ ধারণা সর্বাংশে স্বীকার্য নয়।

ছয় : সমালোচকদের অভিযোগ অনুযায়ী র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ বর্ণনামূলক। এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অভাব আছে। পুরুষের ক্ষমতার উদ্ভব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই মতবাদ ব্যর্থ। স্বভাবতই এর অবসানের ব্যাপারেও উপযুক্ত উপায়-পদ্ধতির সন্ধান দিতে এই মতবাদ পারেনি।

সাত : র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের মধ্যে বহু ও বিভিন্ন উপাদান বর্তমান। কিছু কিছু উপাদান নর-নারীর মধ্যে মৌলিক প্রকৃতির ও অপরিবর্তনীয়। নারীজাতির পক্ষে বলা হয়েছে যে, মহিলাদের মানসিকতা-মনোভাব ও মূল্যবোধ পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলারা উন্নততর; মহিলাদের মধ্যে সৃষ্টিশীল গুণগত যোগ্যতা আছে, মহিলারা অধিকতর অনুভূতিপ্রবণ ও তত্ত্বাবধানকারী প্রভৃতি। পুরুষেরা মহিলাদের এ সমস্ত গুণাবলী বড় একটা উপলব্ধি করে না বা বিকশিত করে না। পুরুষের মধ্যে এসব গুণাবলীর সমাহার দেখা যায় না। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের এই সমস্ত বক্তব্য সর্বাংশে স্বীকার্য নয়।

উপসংহার // র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের কোন কোন ধারা সম্পর্কে উপরিউক্ত সমালোচনাসমূহের সারবত্তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও এই মতবাদের গুরুত্ব ও উৎকর্ষকে অস্বীকার করা যায় না। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদে পিতৃতান্ত্রিকতার স্বরূপ সম্যকভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নারীবাদী চিন্তাধারার উপর এর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ প্রথাগত রাজনীতিক মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

অনেকের অভিমত অনুসারে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। নিপীড়নের অন্যান্য ধরনের সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মিথষ্ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রেক্ষিতের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বশক্তিমান, সর্বজনীন বা জীববিদ্যাগত বিচারে নির্ধারিত ব্যবস্থা নয়। নির্দিষ্ট পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে পিতৃতান্ত্রিকতা হল একটি পরিবর্তিত ব্যবস্থা। সমষ্টিগত নারীবাদী কার্যকলাপের দ্বারা এই পরিবর্তিত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিশীলিত করা সম্ভব।

আধুনিককালে অনেকে পুরুষজাতির পীড়নের কাঠামো এবং ব্যক্তি-পুরুষের পীড়নের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদনের পক্ষপাতী। অর্থাৎ অভিব্যক্তির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণভাবে পুরুষ-শক্তিই হল শত্রু। কিন্তু পুরুষের এই ক্ষমতাকে সামাজিকভাবে সংগঠিত ক্ষমতা হিসাবে দেখা হয়; এই ক্ষমতা জৈবিকভাবে পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট, সেভাবে দেখা হয় না।

৩৯.৮ কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ (Black Feminism)

আগে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই তিনটি ভাগ হল উদারনীতিক, সমাজতান্ত্রিক ও র‍্যাডিক্যাল। কিন্তু বিংশশতাব্দীর ষাটের দশক থেকে এই তিনটি ধারায় নারীবাদী চিন্তা-ভাবনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ নারীবাদের মূল ধারাগুলির মধ্যেই অনেক সময় গভীর মতানৈক্যের সৃষ্টি

হতে থাকে। আবার অন্য সময়ে এই পার্থক্যমূলক ধারণা আবছা হয়ে যায়। তাছাড়া নারীবাদী আলোচনায় কালক্রমে নতুন ধারারও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও প্রভাবের ভিত্তিতে নতুন ধরনের নারীবাদী আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। এই সমস্ত নতুন নারীবাদের মধ্যে 'কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ' (black feminism) ও 'উত্তর-আধুনিক নারীবাদ' (post modern feminism)-এর আলোচনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নারীবাদী আলোচনায় জাতি ও বর্ণগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ হল এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রচলিত নারীবাদের একটি সাধারণ বক্তব্য হল যে লিঙ্গগত কারণেই সকল মহিলাকে সাধারণভাবে নিপীড়নের শিকার হতে হয়। কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়েছে। নারীবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জাতি বর্ণগত ভেদাভেদ ও লিঙ্গগত ভেদাভেদ পীড়নমূলক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের অসুবিধাসমূহ এবং তাদের উপর আরোপিত অন্যায়-অবিচারসমূহ সম্পর্কে নারীবাদের এই ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ বিশেষভাবে শক্তিশালী।

সাবেকি নারীবাদী আলোচনায় সাধারণত পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ মহিলাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরই অভিজ্ঞতা ও স্বার্থসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে। এই শ্বেতাঙ্গ মহিলারাই যেন সমগ্র মানব সমাজের হয়েই বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন। কার্যক্ষেত্রে অন্যান্য মহিলাদের পৃথক পটভূমিকে হয় অগ্রাহ্য করা হয়েছে, অথবা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অবহেলা সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত সাবেকি নারীবাদী মতবাদসমূহ মহিলাদের বিশেষ একটি গোষ্ঠীকেই নিয়ম হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য নারীগোষ্ঠীকে প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত একই ভাবে পুরুষ-মতাদর্শসমূহ মহিলাদের প্রান্তবাসী করে দিয়েছে।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীরা নিজেদের সীমাবদ্ধতাসমূহ স্বীকার করতে শুরু করেছেন। অন্যান্য নারী গোষ্ঠীর ব্যাপারে নারীবাদীদের অসংবেদনশীলতা নিয়ে বুকচাপড়ানিও কম হয়নি। কিন্তু সমস্যা থেকে গেছে। সমগ্র নারীজাতির পটভূমি ও প্রয়োজনকে অন্তর্ভুক্ত করে নীতিগতভাবে একটি নারীবাদী মতবাদ গঠন করা এবং নারীবাদী রাজনীতি বিকশিত করা সম্ভব কিনা সে বিষয় সমস্যার সমাধান হয়নি।

পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ মহিলারা যেভাবে এবং যতটা সংঘবদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বের মহিলারা এবং কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা সেভাবে এবং ততটা নয়। ঔপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পটভূমিকে অস্বীকার করে বিভিন্ন নারীগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যসমূহ অনুধাবন করা অসম্ভব। জাতি বা বর্ণগত ভেদাভেদ নিছক কোন ব্যক্তিগত অন্যায় বা সংস্কারজাত নয়। এই ভেদাভেদের ব্যবস্থা হল বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার ফসল। সমাজের কাঠামোর মধ্যে এই অসাম্য-বৈষম্য সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা অধুনা নিজেদের ইতিহাসের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা নিজেদের মতাদর্শগত অবস্থানকে বিকশিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার জন্য অনেক ক্রিয়াকারী সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক সক্রিয় হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে প্যাট্রিসিয়া কলিনস, বেল হুক্স অ্যাঞ্জেলা ডেভিস প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা কতিপয় শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীর জাতি-বর্ণগত ভেদাভেদের সমালোচনা করেছেন এবং কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের লিঙ্গমূলক অসুবিধা ও অভিজ্ঞতাসমূহ তুলে ধরেছেন। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক রচনায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "...precisely because they are the most disadvantaged group in society, with no institutionalized inferiors, black women have a special vantage point and a particularly clear understanding of the world from which we can all learn."

কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের অভিজ্ঞতাসমূহ পর্যালোচনা করলে পরস্পর সম্পর্কিত ও ক্রিয়াশীল প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এইভাবে আগে থেকে আলোচনার বাইরে রাখা বা প্রান্তবাসী করে রাখা বিভিন্ন নারী গোষ্ঠীর সামনে নারীবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ উন্মুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপিকা ব্রাইসন অসমর্থ মহিলা ও সমকামী (lesbians) মহিলাদের কথা বলেছেন। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মহিলাদের ভগিনীত্ব বোধের (sisterhood) উপর জোর দিয়েছেন। এই শ্রেণীর নারীবাদীদের মতানুসারে সকল মহিলাই শোষণ-পীড়নের অংশীদার হবে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে পার্থক্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিককালের চিন্তাবিদ্‌রা এখন বলেন যে, ভগিনীত্ব বোধের জায়গায় সংহতিবোধ (solidarity)-কে বিকশিত করা দরকার। সংহতিবোধ এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মহিলাদের সকল গোষ্ঠীর সংগ্রাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই সমস্ত সংগ্রাম অভিন্ন নয়। এ প্রসঙ্গে ব্রাইসন মন্তব্য করেছেন: "Such an approach would allow women to unite on some demands, but would also give them scope to ally themselves with men of their own race or class on other issues."